পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
৬৩, নেতাজী সুভাষ রোড, জেশপ বিল্ডিং,
কলকাতা - ৭০০ ০০১

স্মারক নং : ৭০৩৩/পি.এন/ও/ ১/ ৪এ- ১/০৬ তারিখ : ২৮.০৯.২০১০

প্রেরক:
ত্রিলোচন সিং
প্রধান সচিব,
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

প্রাপক:
জেলা শাসক ও নির্বাহী আধিকারিক, জেলা/মহকুমা পরিষদ (সকল),

বিষয় : গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনের (২০০৯-১০) [স্মারক নং : ২৯৯১/পি.এন/ও/ ১/ ৪এ- ১/০৬ তারিখ : ৮.০৬.২০১০] ভিত্তিতে উৎসাহবর্ধক তহবিল প্রদান : স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনের নম্বর যাচাই প্রক্রিয়ার নির্দেশিকা

মহাশয়/মহাশয়া,

স্বমূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পঞ্চায়েত তার কাজকর্ম কতটা ভালোভাবে করতে পেরেছেন তা নিজেরাই বিচার করে নেবেন এবং তার উপর ভিত্তি করে আরও সফলভাবে কাজ করার উদ্যোগ নেবেন। আর স্বমূল্যায়নের তথ্য কাজে লাগিয়ে উপরের স্তর থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তাও দেওয়া যাবে। এছাড়া স্বমূল্যায়নের আরেকটি মাত্রা হল শ্রেষ্ঠ পঞ্চায়েতকে উৎসাহবর্ধক তহবিল দেওয়া। আপনারা জানেন যে গত চার বছর ধরে গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনের নম্বর যাচাইয়ের ভিত্তিতে ব্লকের মধ্যে নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা (প্রশ্ন নং ১-১৩) এবং সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার (প্রশ্ন নং ১৪-২১) এই দুই বিভাগে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতকে উৎসাহবর্ধক তহবিল দেওয়া হচ্ছে। এই নম্বর যাচাই প্রক্রিয়ার বিস্তারিত নির্দেশিকা নীচে উল্লেখ করা হল।

১. কেবলমাত্র সেই সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিরই নম্বর যাচাই করা হবে –
   (ক) যারা ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে পূরণ করা প্রতিবেদন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে জমা দিয়েছে। এবং
   (খ) যারা পাঁচটি উপ-সমিতির সভায় এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্ধিত সাধারণ সভায় সকলে মিলে আলোচনা করে স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পূরণ করেছে এবং প্রতিবেদনের ৭২ পাতায় পাঁচটি উপ-সমিতির সঞ্চালক ও প্রধানের তরফে সেই মর্মে শংসাপত্র দেওয়া আছে।

২. ১. (ক) ও (খ) শর্তদুটি পূরণ করেছে এমন সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতেরই নম্বর যাচাই করা হবে।

৩. ২১টি মূল বিষয়ের প্রত্যেকটি থেকে একটি করে প্রশ্ন বেছে নেওয়া হবে। ২১ বিষয়ে কেবলমাত্র এই ১টি করে প্রশ্নের নম্বরই যাচাই করা হবে।

৪. নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থায় ১৩টি প্রশ্নের নম্বর যাচাই করা হবে। এই ১৩টি বাছাই করা প্রশ্নের মোট নম্বর যাচাইয়ের পরে যে হারে পরিবর্তিত হল নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থায় ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট প্রাপ্ত নম্বরও সেই হারে পরিবর্তিত হবে। ধরা যাক ১৩টি বাছাই করা প্রশ্নের মোট নম্বর ছিল ৭০ এবং তার মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেকে ৫০ দিয়েছিল। এবং ১-১৩ নং প্রশ্নে মোট ২০০ নম্বরের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেকে ১৪০ দিয়েছিল। যাচাইয়ের পর ১৩টি বাছাই করা প্রশ্নের মোট নম্বর ৫০ থেকে কমে হল ৪০ অর্থাৎ ২০% কমে গেল। সেই অনুযায়ী ১-১৩ নং প্রশ্নের মোট প্রাপ্ত নম্বরও ২০% কমে যাবে অর্থাৎ ১৪০ থেকে ২০% কমে গিয়ে ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের যাচাই পরবর্তী প্রাপ্ত নম্বর হবে ১১২ (১৪০-২৮)।

৫. সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহারে ৮টি প্রশ্নের নম্বর যাচাই করা হবে। এই ৮টি বাছাই করা প্রশ্নের মোট নম্বর যাচাইয়ের পরে যে হারে পরিবর্তিত হল সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহারে ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট প্রাপ্ত নম্বরও সেই হারে পরিবর্তিত হবে। ধরা যাক ৮টি বাছাই করা প্রশ্নের মোট নম্বর ছিল ৪০ এবং তার মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেকে ৩০ দিয়েছিল। এবং ১৪-২১ নং প্রশ্নে মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেকে ৭০ দিয়েছিল। যাচাইয়ের পর ৮টি বাছাই করা প্রশ্নের মোট নম্বর ৩০ থেকে কমে হল ২৪ অর্থাৎ ২০% কমে গেল। সেই অনুযায়ী ১৪-২১ নং প্রশ্নের মোট প্রাপ্ত নম্বরও ২০% কমে যাবে অর্থাৎ ৭০ থেকে ২০% কমে গিয়ে ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের যাচাই পরবর্তী প্রাপ্ত নম্বর হবে ৫৬ (৭০-১৪)।

৬. কোন কোন প্রশ্নের নম্বর কীভাবে যাচাই করতে হবে তা নীচের সারণীতে উল্লেখ করা হল।

কোন কোন প্রশ্নের নম্বর যাচাই করতে হবে	গ্রাম পঞ্চায়েতকে নম্বরের/উত্তরের সমর্থনে যা দেখাতে হবে	যাচাই করার পদ্ধতির ব্যাখ্যা
১. (খ) (২) ২০০৯-১০ আর্থিক বছরে দ্বাদশ অর্থ কমিশনের নিঃশর্ত তহবিলের কত শতাংশ গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলিকে অগ্রিম দেওয়া হয়েছে?	উপযোজন (অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান) রেজিস্টার / অগ্রিম (অ্যাডভান্স) রেজিস্টার, না থাকলে অগ্রিম দেওয়ার রসিদ বা এগুলির মধ্যের কোনোটির ফটোকপি	দ্বাদশ অর্থ কমিশন খাতে মোট প্রাপ্ত তহবিল এবং অগ্রিম দেওয়ার হিসাব বের করলে তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় শতাংশ বেরিয়ে আসবে।
২. (গ) (৩) কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতি	কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির কার্যবিবরণী বই বা তার ফটোকপি	ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।
৩. (টি) ট্রেড রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট দিতে সাধারণভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত কত দিন সময় নেন?	এই সংক্রান্ত রেজিস্টার যেখানে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার তারিখ ও সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ দেখানো আছে অথবা এরকম রেজিস্টার না থাকলে এই সংক্রান্ত অন্তত ৫টি আবেদনপত্র বা তার ফটোকপি ও সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেটের দ্বিতীয় কপি বা কাউন্টারফয়েল	আবেদনপত্র জমা দেওয়ার তারিখ ও সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখের মধ্যে যে সময় (অন্তত পাঁচটি আবেদনপত্র) পাওয়া যাবে তার গড় বের করতে হবে। গড় সময়ের ভিত্তিতে নম্বর ঠিক হবে।
৪. (ড) বিভিন্ন উপ-সমিতির সভায় নেওয়া সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের পরের সাধারণ সভায় সদস্যদের জানানো হয় কি?	কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির কার্যবিবরণী বই বা তার ফটোকপি এবং সাধারণ সভার কার্যবিবরণী বই বা তার ফটোকপি	২০০৯-১০ আর্থিক বছরে কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির শেষ যে সভা হয়েছে সেই সভায় নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির কার্যবিবরণী বই থেকে দেখে নিতে হবে। ঐ সভার ঠিক পরেই সাধারণ সভার যে মিটিং হয়েছে তাতে ঐসব সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখ করা হয়েছে কিনা তা সাধারণ সভার কার্যবিবরণী বই থেকে দেখতে হবে। সবকটি সিদ্ধান্তেরই উল্লেখ সাধারণ সভায় থাকলে তবেই ১ পাওয়া যাবে, অন্যথায় ০ পাওয়া যাবে।
৫. (খ) (৫) ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় প্রতিবন্ধী ভাতা প্রকল্পের (IGNDPS) সহায়তা পাচ্ছেন এমন ব্যক্তিদের তালিকা	সংশ্লিষ্ট তালিকা বা তার ফটোকপি	ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।
৬. (ঙ) গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়ের বাইরের দেওয়ালে বা বড় নোটিস বোর্ডে ইন্দিরা আবাস যোজনার স্থায়ী অপেক্ষমান তালিকা বা পার্মানেন্ট ওয়েট লিস্ট (পরিবারের মোট প্রাপ্ত নম্বর অনুযায়ী ক্রমানুসারে) লেখা আছে কি?	গ্রাম পঞ্চায়েতকে চিনে নেওয়া যাবে এমনভাবে ঐ দেওয়াল লিখন বা নোটিস বোর্ডের ছবি	ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।
৭. (খ) মহিলাদের সাক্ষরতার হার পুরুষদের সাক্ষরতার হারের কত কম? (৩১শে মার্চ ২০১০ তারিখের অবস্থা অনুযায়ী)	গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনের ৬ পাতায় (২) (ঙ) প্রশ্নের ২০১০ (বাস্তবভিত্তিক অনুমান)-এর অন্তর্গত পুরুষ সাক্ষরতার হার ও মহিলা সাক্ষরতার হার	পুরুষ সাক্ষরতার হার থেকে মহিলা সাক্ষরতার হার বিয়োগ করলে প্রয়োজনীয় শতাংশ পাওয়া যাবে। ২০১০ (বাস্তবভিত্তিক অনুমান) কলমগুলিতে কোনো তথ্য না থাকলে ২০০১ (জনগণনা)-এর অন্তর্গত পুরুষ সাক্ষরতার হার থেকে মহিলা সাক্ষরতার হারের বিয়োগফলকে উত্তর হিসাবে ধরতে হবে। ২০১০ (বাস্তবভিত্তিক অনুমান) ও ২০০১ (জনগণনা) উভয় ক্ষেত্রেই কোনো তথ্য না থাকলে -১ নম্বর পাওয়া যাবে।

কোন কোন প্রশ্নের নম্বর যাচাই করতে হবে	গ্রাম পঞ্চায়েতকে নম্বরের/উত্তরের সমর্থনে যা দেখাতে হবে	যাচাই করার পদ্ধতির ব্যাখ্যা
৮. (গ) (৫) ৩ বছরের কম বয়সের শিশুদের মধ্যে যারা অপুষ্টিতে ভুগছে (ওজনের ভিত্তিতে) তাদের জন্য কোনো পুষ্টির ব্যবস্থা গ্রাম পঞ্চায়েত ২০০৯-১০ আর্থিক বছরে করেছে কি?	সাধারণ সভার কার্যবিবরণী বই বা তার ফটোকপি	যে সাধারণ সভায় অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের ব্যবস্থায় সাহায্য করে অপুষ্ট শিশুর পুষ্টির ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তার কার্যবিবরণী খতিয়ে দেখে কী ধরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে তা বুঝে নিতে হবে ও সেইমতো নম্বর যাচাই করতে হবে।
৯. (খ) ২০০৯-১০ আর্থিক বছরে NREGS প্রকল্পে কাজ চাওয়া পরিবারগুলিকে গড়ে কতদিন কাজ দেওয়া গেছে?	২০০৯-১০ সালের এন.আর.ই.জি.এস. প্রকল্পের বার্ষিক অবস্থান দেখিয়ে ২০১০ সালের মার্চ মাসের প্রতিবেদন বা তার ফটোকপি	উল্লিখিত প্রতিবেদন থেকে কতগুলি পরিবার কাজ চেয়েছেন ও কত শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে তার থেকে গড়ে কতদিন কাজ দেওয়া গেছে তার হিসাব পাওয়া যাবে।
১০. (ছ) ২০০৯-১০ আর্থিক বছরের শেষে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কত শতাংশ অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের পাকা বাড়ি, পানীয় জলের ব্যবস্থা ও শৌচাগার (তিনটি ব্যবস্থাই) আছে?	গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনের ৭ পাতায় (৩০) প্রশ্নের তথ্য	কয়টির পাকা বাড়ি আছে, কয়টিতে পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে এবং কয়টিতে শৌচাগার আছে এই উত্তর তিনটির মধ্যে যে সংখ্যাটি সবচেয়ে কম সেটিকে মোট অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে ১০০ দিয়ে গুণ করে প্রয়োজনীয় শতাংশ বের করতে হবে। এই বের করা শতাংশটি যদি ১০. (ছ) প্রশ্নে দেওয়া উত্তরের (বা সেই অনুযায়ী নম্বর) সমান বা বেশি হয় তাহলে উত্তর বা নম্বর ঠিক আছে বলে ধরে নিতে হবে। আর এই বের করা শতাংশটি যদি ১০. (ছ) প্রশ্নে দেওয়া উত্তরের (বা সেই অনুযায়ী নম্বর) কম হয় তাহলে এই বের করা শতাংশটিকেই উত্তর হিসাবে ধরে নম্বর পরিবর্তন করতে হবে। স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনের ৭ পাতায় (৩০) প্রশ্নের উত্তরে কোনো তথ্য না থাকলে -১ পাওয়া যাবে।
১১. (ক) ২০০৯-১০ আর্থিক বছরের শেষে কত শতাংশ পরিবার গৃহহীন?	২০০৫-এর গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষা অনুযায়ী মোট পরিবারের সংখ্যা ও P2=1 এমন পরিবারের সংখ্যা এবং ২০০৬-০৭, ২০০৭-০৮, ২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০ সালে ইন্দিরা আবাস যোজনা বা অন্য কোনো প্রকল্পে যতগুলি পরিবার নতুন গৃহনির্মাণের অনুদান পেয়েছেন তার তথ্য	২০০৫-এর গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার P2=1 পরিবারের সংখ্যা থেকে গত চার বছরে উল্লিখিত প্রকল্প/গুলি থেকে সহায়তা পেয়েছেন এমন পরিবারের সংখ্যা বাদ দিলে গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা বেরোবে। গৃহহীন পরিবারের সংখ্যাকে ১০০ দিয়ে গুণ করে মোট পরিবারের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে প্রয়োজনীয় শতাংশ পাওয়া যাবে।
১২. (ক) বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত ২০১০-১১ আর্থিক বছরের আগাম পরিকল্পনা তৈরি করেছে কি?	বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য আগাম পরিকল্পনার কপি / সাধারণ সভার বা অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির কার্যবিবরণীতে ওই পরিকল্পনা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত	পরিকল্পনার গুণমান এখানে বিচার্য নয়। পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং গ্রাম পঞ্চায়েত তা গ্রহণ করেছে এটিই দেখার বিষয়।
১৩. (গ) শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তালিকা গ্রাম পঞ্চায়েতে আছে কি?	সংশ্লিষ্ট তালিকা বা তার ফটোকপি	ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

কোন কোন প্রশ্নের নম্বর যাচাই করতে হবে	গ্রাম পঞ্চায়েতকে নম্বরের/উত্তরের সমর্থনে যা দেখাতে হবে	যাচাই করার পদ্ধতির ব্যাখ্যা
১৪. (ক) উপবিধি (Bye-Law) অনুসারে নির্ধারিত অভিকর (Rate), ফি ইত্যাদির আদায় ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরের তুলনায় ২০০৯-১০ আর্থিক বছরে কত শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে?	অনুমোদিত উপবিধির কপি, ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরের ২৭ নং ফরম (হিসাবরক্ষণ, নিরীক্ষা ও বাজেট নিয়মাবলী) বা এগুলির ফটোকপি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনের ১০ পাতায় (গ) নিজস্ব আয় জমা খাতের ২) কর বহির্ভূত আয়ের উল্লিখিত সময়কালে জমা কলমের তথ্য	অনুমোদিত উপবিধির কপি না থাকলে -২ পাওয়া যাবে। অনুমোদিত উপবিধির কপি থাকলে ২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০ সালের ২৭ নং ফরমে (গ) নিজস্ব আয় জমা খাতের ২) কর বহির্ভূত আয়ের উল্লিখিত সময়কালে জমা মিলিয়ে দেখতে হবে। ২০০৯-১০ সালের আদায় ২০০৮-০৯ সালের থেকে কমে গেলে -২ নম্বর পাওয়া যাবে। ২০০৯-১০ সালের আদায় ২০০৮-০৯ সালের থেকে কত বেশি সেই হিসাবে নম্বর পাওয়া যাবে।
১৫. (ক) ২০১০-১১ আর্থিক বছরের গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা ৩১শে ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় অনুমোদিত হয়েছিল কি?	গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় ২০১০-১১ আর্থিক বছরের গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা অনুমোদনের কার্যবিবরণী বা তার ফটোকপি	গ্রাম পঞ্চায়েতে পরিকল্পনা তৈরি না হলে -২ নম্বর পাওয়া যাবে। পরিকল্পনা তৈরি হলে অনুমোদনের তারিখ অনুযায়ী নম্বর পাওয়া যাবে।
১৬. (খ) (১) ২০০৯-১০ আর্থিক বছরে মাথাপিছু অ-কর সংগ্রহ কত ছিল?	গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনের ৮ পাতায় (খ) (i) (৪) প্রশ্নের তথ্য এবং ৬ পাতায় (২) (ক) প্রশ্নে ২০০১ (জনগণনা)-এর অন্তর্গত মোট কলমের তথ্য	অ-কর আদায়কে মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাথাপিছু অ-কর সংগ্রহ পাওয়া যাবে এবং সেই হিসাবে নম্বর পাওয়া যাবে। দুটির মধ্যে যে কোনো একটিতে তথ্য না থাকলে ০ পাওয়া যাবে।
১৭. (ক) ক্যাশবই শেষ কবে লেখা হয়েছে? (যে তারিখে প্রতিবেদনটি লেখা হচ্ছে তার কত দিন আগে)	গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করার তারিখ এবং তার কতদিন আগে ক্যাশবই শেষ লেখা হয়েছে তা উল্লেখ করে প্রধানের শংসাপত্র	এই শংসাপত্র থেকে দেখে নিতে হবে কতদিন আগে শেষ ক্যাশবই লেখা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী নম্বর পাওয়া যাবে।
১৮. (ক) শেষ বিধিবদ্ধ নিরীক্ষার (Statutory Audit by Examiner of Local Accounts) প্রতিবেদন গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় পেশ করে আলোচনা হয়েছে কি?	গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভার কার্যবিবরণী বা তার ফটোকপি	শেষ পাওয়া নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিচার করতে হবে। প্রতিবেদনে যে তারিখ পাওয়া গেছে তার তিন মাসের মধ্যে সাধারণ সভায় বিশদভাবে আলোচনা হলে তবেই নম্বর পাওয়া যাবে।
১৯. (ঘ) ২০০৯-১০ আর্থিক বছরে রাজ্য অর্থ কমিশনের প্রাপ্ত অর্থের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ ব্যয় হয়েছে?	গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনের ৯ পাতায় (ক) ১. (গ) ২) খাতে আয়ের মোট পরিমাণ ও ব্যয়ের উল্লিখিত সময়কালে খরচ কলমের তথ্য	উল্লিখিত সময়কালে খরচের পরিমাণকে ১০০ দিয়ে গুণ করে আয়ের মোট পরিমাণ দিয়ে ভাগ করলে প্রয়োজনীয় শতাংশ পাওয়া যাবে। সেই শতাংশ অনুযায়ী নম্বর ঠিক হবে।
২০. (খ) (৩) ২০০৯-১০ আর্থিক বছরের জমা খরচের বার্ষিক বিবরণী (২৭ নং ফর্ম)	তারিখ সহ প্রতিবেদন জমা দেওয়ার প্রমাণপত্র	ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।
২১. (খ) কত শতাংশ নলকূপ/কুঁয়া/পুকুর গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যায়?	যে কোনো তিনজন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের দেওয়া শংসাপত্র যেখানে তাঁরা নিজের গ্রাম সংসদ এলাকায় মোট নলকূপ, কুঁয়া ও পুকুরের সংখ্যা উল্লেখ করবেন এবং সেগুলির মধ্যে কতগুলি গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যায় তা উল্লেখ করবেন।	গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের শংসাপত্রে দেওয়া তথ্যগুলি যোগ করে মোট নলকূপ, কুঁয়া ও পুকুরের সংখ্যা এবং সেগুলির মধ্যে কতগুলি গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যায় তা পাওয়া যাবে। এর ভিত্তিতে শতাংশ বের করে নম্বর যাচাই হবে।

৭. এইভাবে প্রত্যেকটি প্রশ্নের নম্বর যাচাই করার পর সবকটি প্রশ্নের নম্বরকে গ্রাম পঞ্চায়েতের নম্বর যাচাই প্রতিবেদনে তুলে আনতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দিষ্ট জায়গায় স্বাক্ষর করতে হবে ও সীল দিতে হবে। প্রতিবেদনটি পরের পাতায় উল্লেখ করা হল।

৮. গ্রাম পঞ্চায়েতের নম্বর যাচাই প্রতিবেদন

(ক) নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা			(খ) সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার		
প্রশ্ন নং	গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেকে যে নম্বর দিয়েছে	যাচাই করার পরে গ্রাম পঞ্চায়েতের নম্বর যা দাঁড়িয়েছে	প্রশ্ন নং	গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেকে যে নম্বর দিয়েছে	যাচাই করার পরে গ্রাম পঞ্চায়েতের নম্বর যা দাঁড়িয়েছে
১. (খ) (২)			১৪. (ক)		
২. (গ) (৩)			১৫. (ক)		
৩. (ট)			১৬. (খ) (১)		
৪. (ড)			১৭. (ক)		
৫. (খ) (৫)			১৮. (ক)		
৬. (ঙ)			১৯. (ঘ)		
৭. (খ)			২০. (খ) (৩)		
৮. (গ) (৫)			২১. (খ)		
৯. (খ)			-	-	-
১০. (ছ)			-	-	-
১১. (ক)			-	-	-
১২. (ক)			-	-	-
১৩. (গ)			-	-	-
মোট (বাছাই করা প্রশ্নগুলির)					
মোট * (সমস্ত প্রশ্ন মিলিয়ে)					

* বাছাই করা প্রশ্নগুলির মোট নম্বর যাচাইয়ের পরে যে হারে পরিবর্তিত হল এক একটি বিভাগে (নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা এবং সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার) ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট প্রাপ্ত নম্বরও সেই হারে পরিবর্তিত হবে।

পরীক্ষাকারী দলের সদস্যদের স্বাক্ষর ও সীল:

(১) _____

(২) _____

আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত সম্বন্ধে যাচাই করা নম্বরগুলি দেখলাম।

_____

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের স্বাক্ষর ও সীল (যে গ্রাম পঞ্চায়েতের নম্বর পরীক্ষা করা হল)

পরীক্ষাকারী দলের সদস্যরা নম্বর যেভাবে পরিবর্তন করেছেন তা সঠিক এবং ঐ পরিবর্তিত নম্বরগুলিই চূড়ান্ত।

.....

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের স্বাক্ষর ও সীল

৯. একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের নম্বর পরীক্ষা করবে অন্য আরেকটি গ্রাম পঞ্চায়েত। যে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি ১. (ক) ও (খ) শর্তদুটি পূরণ করেছে তাদের মধ্যে থেকে উদ্দেশ্যহীনভাবে (র‍্যানডম পদ্ধতিতে অর্থাৎ কোনো ধরণের মাপকাঠি ব্যবহার না করে) যে কোনো একটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত, যে কোনো একটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত, যে কোনো একটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে ৩ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত, ... এইভাবে ....., যে কোনো একটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে শেষ [অর্থাৎ ব্লকে মোট যে কটি গ্রাম পঞ্চায়েত ১. (ক) ও (খ) শর্তদুটি পূরণ করেছে] নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে। তারপর এই উদ্দেশ্যহীনভাবে চিহ্নিত ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের নম্বর পরীক্ষা করবে, ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত ৩ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের নম্বর পরীক্ষা করবে, ৩ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত ৪ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের নম্বর পরীক্ষা করবে, ... এইভাবে ....., শেষ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের নম্বর পরীক্ষা করবে। এটি নমুনা মাত্র। স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের নম্বর যে কোনো অন্য গ্রাম পঞ্চায়েত পরীক্ষা করতেই পারে এবং কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের নম্বর কোন গ্রাম পঞ্চায়েত পরীক্ষা করবে সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক।

১০. একটি নির্দিষ্ট দিনে নম্বর পরীক্ষার জন্য ১. (ক) ও (খ) শর্তদুটি পূরণ করা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয়ে ডাকতে হবে। তাঁদেরকে কী কী কাগজপত্র নিয়ে আসতে হবে তাও আগে থেকে জানিয়ে দিতে হবে।

১১. একটি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে চার জনের একটি দল নম্বর পরীক্ষার দিন আসবেন। এই দলে থাকবেন (১) প্রধান, (২) উপ-প্রধান / যে কোনো একটি উপ-সমিতির সঞ্চালক (কে আসবেন তা প্রধান ঠিক করবেন), (৩) নির্বাহী সহায়ক এবং (৪) সচিব / নির্মাণ সহায়ক / কর্ম সহায়ক / সহায়ক (কে আসবেন তা প্রধান ঠিক করবেন)। এই চার জনের মধ্য থেকে দুজন নিজের গ্রাম পঞ্চায়েতের কাগজপত্র দেখাবেন এবং দুজন অন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের নম্বর পরীক্ষা করবেন। কোন দুজন কাগজপত্র দেখাবেন এবং কোন দুজন অন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের নম্বর পরীক্ষা করবেন তা ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ঠিক করবেন।

১২. সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক গ্রাম পঞ্চায়েতের নম্বর যাচাইয়ের সময় তাঁর পঞ্চায়েত সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের পর্যবেক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করবেন।

১৩. যাচাই করে প্রকৃত নম্বর কত হবে সেই নিয়ে দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য বা বিরোধ দেখা দিলে তা নিরসনের জন্য উপস্থিত আধিকারিকগণ হস্তক্ষেপ করবেন। যদি বিরোধ নিষ্পত্তি না হয় তাহলে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৪. কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অন্য গ্রাম পঞ্চায়েতকে দিয়ে এই নম্বর যাচাইয়ের প্রক্রিয়াটি বাতিল করে দেবেন এবং তিনি পঞ্চায়েত সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের দিয়ে উপরে উল্লিখিত পদ্ধতিমতো গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির নম্বর যাচাই করাবেন।

১৫. সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির যাচাই পরবর্তী নম্বরের তালিকা (৮. গ্রাম পঞ্চায়েতের নম্বর যাচাই প্রতিবেদন, এই নির্দেশিকার ৫ নং পাতা) জেলা শাসকের কাছে জমা দেবেন।

১৬. যাচাই করে এইভাবে নম্বর পরিবর্তনের পর নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থায় (১-১৩ নং প্রশ্ন) যে যাচাই করা গ্রাম পঞ্চায়েত ব্লকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেল তারা ৫০,০০০ টাকা (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) উৎসাহবর্ধক তহবিল পাবে। আর সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহারে (১৪-২১ নং প্রশ্ন) যে যাচাই করা গ্রাম পঞ্চায়েত ব্লকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেল তারা ৫০,০০০ টাকা (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) উৎসাহবর্ধক তহবিল পাবে।

এই যাচাই প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য সঠিকভাবে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির কাছে তুলে ধরতে জেলা ও ব্লক স্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়ার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাই। এছাড়া যাচাই প্রক্রিয়ার সময় একটি সুন্দর পরিবেশ বজায় রেখে একে অপরের কাজকর্মের সাথে ভালভাবে পরিচিত হওয়ার এই সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে আবেদন জানাই।

আপনার বিশ্বস্ত,

ত্রিলোচন সিং

(ত্রিলোচন সিং)
প্রধান সচিব

স্মারক নং : ৭০৩৩/ ১(৯)/পি.এন/ও/ ১/৪এ- ১/০৬ তারিখ : ২৮.০৯.২০১০

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য দেওয়া হল :

১. মহাধ্যক্ষ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, পশ্চিমবঙ্গ, পঞ্চায়েত ভবন, কলকাতা।

২. অধিকর্তা, রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, কল্যাণী, নদীয়া।

৩. সভাধিপতি, ... জেলা পরিষদ / মহকুমা পরিষদ (সকল)।

৪. অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক, ... জেলা পরিষদ / মহকুমা পরিষদ (সকল)।

৫. মহকুমা শাসক, ... মহকুমা (সকল)।

৬. জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক, ... জেলা (সকল)।

অনুলিপি সকল মহকুমা শাসক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককে প্রেরণের অনুরোধ করা হল।

৭. সভাপতি, ... পঞ্চায়েত সমিতি (সকল)।

৮. সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ..... ব্লক (সকল)।

অনুলিপি সকল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে প্রেরণের অনুরোধ করা হল।

৯. প্রধান, ... (গ্রাম পঞ্চায়েত) (সকল)।

(লিয়াকত আলি)
যুগ্ম সচিব